সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরির (১৮৭৯) দ্বিমাসিক বুলেটিন

১ম বর্ষ । বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ । সংখ্যা ১

সম্পাদকের কথা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারের সূচনা ১৮৭৯ সালে। নিঃশব্দে বহুকাল ধরে এই গ্রন্থাগার পাঠক পরিষেবা দিয়ে চলেছে অমূল্য গ্রন্থরাজি নিয়ে বহু বিখ্যাত মানুষের সংস্পর্শে এই গ্রন্থাগারের জয়যাত্রা। এই মহাপুরুষদের স্মৃতিধন্য এই গ্রন্থাগার অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। বর্তমানে গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটি বুলেটিন প্রকাশ করার। এই বুলেটিনে থাকবে শতবর্ষ উত্তির্ণ গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার বিষয়ক কালোত্তীর্ণ প্রবন্ধ, সাম্প্রতিক গ্রন্থাগার জগতের কথা, সদ্য প্রকাশিত বইয়ের সংবাদ ও গ্রন্থাগারে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজির কথা। দ্বিমাসিক বুলেটিনটির মাধ্যমে পাঠক সমাজ যাতে নতুন করে গ্রন্থজগৎ ও গ্রন্থাগার ভাবনায় উদ্ভাসিত হয় তারই প্রচেষ্টায় এটির প্রকাশ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার নবরূপে সজ্জিত হবার প্রচেষ্টার অন্যতম একটি অঙ্গ এই বুলেটিন। আশা করি এই বুলেটিন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিমুখ পাঠককে আবার নূতন করে গ্রন্থমনস্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমিকের ভালোবাসায় ও সহযোগিতায় এই বুলেটিন দীর্ঘজীবি হোক আশা করি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি

গৌতম নিয়োগী

[ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বক্তা গৌতম নিয়োগীর সাথে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারের নিবিড় যোগাযোগ। সে বিষয়ে তার স্মৃতিচারণ প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই মে, কলকাতায়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ২১১, বিধান সরণি কলকাতা ৭০০০০৬। মূলত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, বিগত একশ পঁচিশ বছরের অধিক কাল ধরে এটি যেমন কলকাতার অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা পালন করে এসেছে, তেমনই এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অনেকেই আমাদের জাতীয় জীবনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সমাজের বাংলা মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদী-রও প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ওই পত্রিকাতেই তিনি যখন লেখেন "'মনুষ্যসমাজকে' বিস্মৃত হইয়া 'কেবলমাত্র ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকাকেই ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম মনে করেন না'", তখনই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে।

আর তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এক বছরের মধ্যেই ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপন করা হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার। বর্তমানে গ্রন্থাগারের অবস্থান সমাজমন্দিরের পাশের বাড়িতে (ঠিকানা ২১১/১ বিধান সরণি) দোতলায়। যেসব গ্রন্থাগার শতাধিক বছর ধরে সরকারি সাহায্যপুষ্ট না হয়েও টিকে আছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি তাদের মধ্যে অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান।

শুধু একটি শতবর্ষ-অতিক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বলেই নয়, দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান বহু গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহাগার বলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে তুলনায় এই গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কম। তবে যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে, বিশ শতকে সেই ইতিহাসের উত্তরাধিকার নিয়ে গবেষণা করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই পাঠাগার ব্যবহার অবশ্যই সুফলদায়ক, এবং তা জাতীয় গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ব্যবহারের পরিপূরকও বটে। আমি দীর্ঘকাল এই পাঠাগারে কাজ করে উপকৃত হয়েছি এমন নয়, পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সবিনয়ে মার্জনা চেয়ে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপনের ঝুঁকি নিয়েও বলছি, আমি এই পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকও ছিলাম বেশ কয়েক বছর। যা বলার তা এক কথায় এই যে, সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় এমন শান্ত নিরিবিলিতে বসে বসে প্রয়োজনীয় অথচ সচরাচর প্রাপ্য নয় এমন বইপত্র পাঠের সুযোগ কম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই আছে। আর এই গ্রন্থাগারে শুধু ধর্ম-বিষয়ক পুস্তক সংগৃহীত রয়েছে, এমন ধারণাও অভ্রান্ত নয়। বস্তুত ইতিহাস-ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-সংগীত-জীবনচরিত্র ইত্যাদি বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ এবং উনিশ-বিশ শতকের বহু বাংলা ও ইংরেজি পত্রপত্রিকা এখানে রয়েছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারে ঢুকলে এখনও যেন অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর গন্ধ পাওয়া যায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার প্রথম যখন প্রতিষ্ঠিত হলো ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে, সেই থেকে বছর বছর কীভাবে এই গ্রন্থাগার বড়ো হয়ে উঠল; কীভাবে এক ধর্ম-সংগঠনের পাঠাগার শেষপর্যন্ত পাবলিক লাইব্রেরি না হলেও সর্বসাধারণের উন্মুক্ত এবং অবৈতনিক পাঠাগারে রূপান্তরিত হল, তার ইতিহাস জানার প্রধানতম উপাদান বিভিন্ন বছরের Annual Report যা ইংরেজিতে মুদ্রিত আকারে বেরোত। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবার অর্থ উপাসনাগৃহেরই এক কোণে লাইব্রেরি নাম ধারণ করে দুটি আলমারিতে কিছু ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ। এর মধ্যে আলাদাভাবে জানতে পারছি যে কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য দুর্গামোহন দাস এক সেট মিস ফ্রান্সিস পাওয়ার কব –সম্পাদিত থিয়োডোর পার্কারের রচনাবলি লাইব্রেরিকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রথমে লাইব্রেরি উন্মুক্ত ছিল for the use of the members of the Samaj। ধীরে ধীরে পাঠাগার চলতে থাকে তবে টিমটিম করে। তারপর ১৮৯৪-তে গ্রন্থাগারকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। এ-বিষয়ে পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর History of the Brahmo Samaj গ্রন্থে যে-মন্তব্য করেছেন তা একটু দীর্ঘ হলেও

উদ্ধারযোগ্য: The Sadharan Brahmo Samaj Library, which has been in a moribund condition, was revived. From a corner in the gallery of the Mandir, it was removed to a rented house of its own, which also formed the official quarter of the minister of the Congregation. Nearly a thousand volumes of new religious books were added to the Library, Maharshi Devendranath Tagore coming forward with a large donation for that purpose. A reading room for the use of the members of the Congregation was also opened in the Library, which also served as the meeting ground for the members of Congregation, especially for new inquirers. On Monday evenings conversational meetings were held in the Library Hall, when the minister would be present to preside at the meetings for the discussion of important questions. These Monday meetings sometimes attracted upwards of seventy young men, many of whom became regular attendants and took an earnest part of the discussions. The Library also formed a general meeting ground for several other institutions. On the whole, the experiment of the reorganised congregation was in every way a marked success.

এই ‘পুনর্গঠিত’ গ্রন্থাগার যে ‘সাফল্যের স্বাক্ষর’ রেখেছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্ধেহ নেই। এ ব্যাপারে যিনি সামনে থাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি নিজে এক উচ্চশিক্ষিত মানুষ, প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের কৃতি ছাত্র, কোনো ভারতীয় হিসাবে যিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম র‍্যাংলার, সেই আনন্দমোহন বসু। দুর্ভাগ্যবশত, ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট তাঁর অকালমৃত্যু লাইব্রেরি সমেত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেই অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছিল। শুধু ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা ভাবলে তাঁকে খাটো করা হবে, লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলন যখন তুঙ্গে সেই অবস্থায় তিনি মৃত্যুশয্যায়। তবু তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় তাঁকে কলকাতায় সার্কুলার রোডে খাটে করেই নিয়ে যাওয়া হল রাস্তার অপরপারে মিলনমন্দির বা ‘ফেডারেশন হল’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য, সেখানে সংক্ষিপ্ত এক মর্মস্পর্শী জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত রাজনৈতিক ভাষণও তিনি দিয়েছিলেন।.

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুই অংশ। প্রথম পর্বে (১৮৭৯ – ১৮৯৩) এটি ছিল মূলত ধর্মীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা উপাসাকমণ্ডলীর বা ক্যালকাটা কংগ্রিগেশনের ব্যবহারের জন্য। যাঁরা অর্থসাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য আনন্দমোহন বসু ছাড়াও শিবচন্দ্র দেব, মোহিনীমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীশঙ্কর সুকুল, দুকড়ি ঘোষ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম করতেই হবে।

দ্বিতীয় পর্বে (১৮৯৪ – ১৯২৪) এই গ্রন্থাগার চরিত্রে রূপান্তর ঘটিয়ে ফেলে। ততদিনে বহু সদস্য বেড়েছে। ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও বহু সদস্য হয়েছে, পাঠাগারে 'রিডিং রুম' হয়েছে, সংগৃহীত হয়েছে অজস্র বই ও পত্রপত্রিকা, বাংলা ও ইংরেজিতে। আরো বড় কথা লাইব্রেরি উঠে গেছে নতুন বাড়িতে, সমাজমন্দিরের পাশেই তার অবস্থান, পাঠাগার-কক্ষে বসে প্রায়শই নানা আলোচনাসভা। সেসব আলোচনা আদৌ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক-রাজনৈতিক-শিক্ষামূলক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক। দেশের অভ্যন্তরে নানা সমসাময়িক ঘটনাবলি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে সদস্যরা উদ্বেলিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার তথা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম থেকেও সদস্যরা দূরে নয়। উঠে এসেছে নতুন প্রজন্ম। বহু কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক-লেখক তাঁদের বইয়ের প্রথম সংস্করণ উপহার দিচ্ছেন। এমনকি, বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁদের তিলতিল করে সংগৃহীত ব্যক্তিগত সংগ্রহ এখানে দান করছেন। ফলে ১৮৯৪ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার কলকাতার এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে দেখা দিচ্ছে। তার পরের লাইব্রেরির ইতিহাসকে দুই পর্বে ভাগ করা যায়, অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব ১৯২৪ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকাল অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শেষপর্ব। (ক্রমশঃ)

সভা-সমাবেশ

২৪শে মে, ২০১৪, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সাধারাণ বাহ্মসমাজ লাইব্রেরির শিবনাথ মেমোরিয়াল হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছ। লন্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ – এর অধ্যাপক ডঃ জন স্টিভেন্স, প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী অরুণ ঘোষ ও অধ্যাপক গৌতম নিয়োগী উপস্থিত থাকবেন। সাধারাণ বাহ্মসমাজ লাইব্রেরি হলে রক্ষিত রাজা রামমোহন রায়ের আবক্ষ মূর্তির ইতিহাস নিয়ে এই সভায় লন্ডন থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বলবেন ডঃ ডেভিড উইলসন। এই সভায় 'সাধারাণ বাহ্মসমাজ গ্রন্থগার বার্তা'-র উদ্বোধন করবেন শ্রী অরুণ ঘোষ। অনুষ্ঠানের সভাপতি থাকবেন সাধারাণ বাহ্মসমাজ লাইব্রেরির সভাপতি শ্রী প্রেমময় দাস।

গ্রন্থাগার সংবাদ

গত মাঘোৎসবের (১৮৪তম) সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারে প্রায় দশ দিনব্যাপী এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল প্রফেসর প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ ও ব্রাহ্মসমাজ। এই প্রদর্শনী করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট এর প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের সহযোগীতায়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট-এর অধ্যাপক ডঃ প্রবাল চৌধুরী।

গ্রাম্য গ্রন্থালয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

[মননশীল সব্যসাচী লেখক ও বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "গ্রাম্য গ্রন্থালয়" প্রবন্ধটি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ (সচিত্র মাসিক পত্রিকা) ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।]

গ্রন্থালোচনার ইতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে হিতোপোদেশকর্তা শ্রীবিষ্ণুশর্মা পণ্ডিত লিখিয়াছেনঃ

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্টা বল্মিকস্য চ সঞ্চয়ং।

অবন্ধ্যং দিবসং কুর্যাৎ দানাধ্যয়ন কর্ম্মসু।।

অর্থাৎ "অঞ্জনের ক্ষয়ং এবং উইপোকার সঞ্চয় দেখিয়া (বিবেচক ব্যক্তি) দান, সৎকর্ম্ম ও পাঠদ্বারা দিবসকে সফল করিবেক।" পরন্তু এবিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন রাখে না। শাস্ত্র সকলই ইহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গ্রন্থপাঠ, জগৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্তির প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা ঋষিগণ জ্ঞান সাধনের নিয়ম প্রাপ্ত হয়েন। পণ্ডিতগণ আপন পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এবং বিষয়ি ব্যক্তি স্ব স্ব ইষ্ট সাধনের উত্তমোপায় প্রাপ্ত হয়েন। গ্রন্থেতে শুষিক্ষেত্র কর্ষণের বিধিসকল জানিতে পারেন; বণিক বানিজ্য ব্যাপারের সন্নিয়ম জ্ঞাত হয়েন। এবং শিল্পকারেরা আপন আপন ব্যবসায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আহ্লাদের সময় আহ্লাদ, দুঃখের সময় দুঃখ মোচনের উপায়, এবং শোকের সময় হৃদ্বোধক বাক্য গ্রন্থ হইতে উদ্ভব হয়। গ্রন্থ কর্মিজনের সহচর, ধর্মিকের বন্ধু এবং সকলের উপদেশক। ফলতঃ পুস্তক সকল মঙ্গলের কামধেণু, এবং সকল সদুপদেশের আধার, অতএব কি ভাগ্যবানের অট্টালিকা কি দরিদ্রর পর্ণ কুটীর সর্ব্বত্রই ইহার ফল তুল্যরূপে বিস্তারিত হয়। উপদেশ গুরুস্বেচ্ছার এবং উপাসনায় সাপেক্ষপর, উপদেশাকাঙ্খির মানসাধীন নহে। কিন্তু পুস্তক সর্ব্বদা আপন কার্যসাধনে প্রস্তুত এবং জিজ্ঞাসামাত্র আপন বক্তব্য সকল প্রকাশ করে, কদাপি বিরক্তি কি আলস্য কি অনিচ্ছা ব্যক্ত করে না। এতদর্থে এমত উপবেশিক যাহাতে সকলের গৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে এমত চেষ্ঠা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সে চেষ্ঠাও কষ্টসাধ্য নহে। প্রতি মাসে এক টাকা মাত্র ব্যয় করিলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনায়াসে একশত গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। এবং সামান্য বিষয়ি ব্যক্তির তদপেক্ষায় অধিক গ্রন্থ প্রয়োজন হইবেক না। বিশেষতঃ একবার গ্রন্থ সংগ্রহ করিলে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অনেকে তাহা ভোগ করিতে পারে, এবং এতদ্রুপ বহুকাল ব্যাপক মঙ্গলপ্রদ বস্তুর সঞ্চয়ে যৎকিঞ্চিৎ যে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন ইহাও বোধ হয় না।

যদিচ যাঁহারা একবার মাত্র গ্রন্থ পাঠরূপ সুধা পাঠ করিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে একশত গ্রন্থ কিছু অধিক নহে কিন্তু ঐ গ্রন্থ সংগ্রহ হইলে তাহার পরিবর্তে অন্য ব্যয় ব্যতীত অনায়াসে অনেক পুস্তক-পাঠের উপায় হইতে পারে। পরমেশ্বর আমাদিগকে পরোপকারার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং আমাদিগের কর্তব্য যে আপন আপন বস্তু পরোপকারার্থে প্রদান করি। বিশেষতঃ গ্রন্থ ব্যবহার-বিষয়ে কাহারও হানি হয় না। এক গ্রামস্থ ব্যক্তি যদি স্যাৎ বিবেচনা

পূর্ব্বক গ্রন্থ ক্রয় করেন, তবে একশত গ্রন্থের মূল্যে তাঁহারা প্রত্যেকে এক সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন অথচ প্রত্যেকের এক এক শত গ্রন্থ সঞ্চয় থাকে।

পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জন-সকল যদি একত্র হওত ঈষদনুগ্রহাবলোকন করিয়া স্বদেশীয় মঙ্গল বৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায়দ্বারা অভিষ্ট সাধন হইতে পারে। ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে গ্রামে সর্ব্বসাধারণের সার্ব্বকালিক বংশপরস্পরের উপকারার্থে গ্রামভেটি ও বারোয়ারির অথবা তত্রতা প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চৎ কিঞ্চৎ মাসিক দান দ্বারা এক এক গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে কোন ব্যক্তির ক্লেশ হইবে না, অথচ অতুল উপকার। গ্রন্থের অভাব প্রযুক্ত অনেকে নানা শাস্ত্রালোচনার যোগ্য হইয়াও স্বয়ং গ্রন্থ সংগ্রহে অপারক বোধে আলস্যের হাতে পতিত হন। অনেকের ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতই ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত নিরর্থক ভৌতিক ও মান্ত্রিক গল্প জল্পনাতে কাল যাপন করেন। এ সকলের দুঃখ মোচনের সুলভ উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় হওয়া ভদ্রলোকের কর্তব্য নহে। যদি সাধারণ উপকারার্থে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহস্থ এক আনা করিয়া প্রদান করেন তদানুকুল্যেও তত্তদ গ্রামে গ্রন্থালয় স্থাপন হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রবিষয় গ্রামভেটি ও বারোয়ারির ধন, যেহেতু তদু পার্ব্বনে কাহার ক্লেশ জন্মে না। অনায়াসে অভিসন্ধিতে কৃপণেও দান করিতে পারে।

(পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়)

পুস্তক পরিচয়

ডাঃ শঙ্কর কুমার নাথের "তথ্যের আলোয় রাধানাথ শিকদার" সাম্প্রতিক কালের একটি অসাধারাণ গ্রন্থ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী – কারণ এবছরেই রাধানাথ শিকদারের দ্বিশতবর্ষ। ডাঃ নাথ অনলস পরিশ্রম করে এই বিস্মৃত-প্রায় বাঙালী বৈজ্ঞানিকের জীবন ও কর্মকান্ডের তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে তিনি রাধানাথের জীবনের অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন ও তিনি রাধানাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি নানা ঘটনার সূত্র ধরে অত্যন্ত নিপুনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাপ করার কাজে রাধানাথের অসামান্য অবদানের কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু পরাধীন ভারতে এই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অবদান স্বীকৃতি পায়নি। তথাপি রাধানাথকে আধুনিক ভারতের প্রথম বিজ্ঞানী হিসাবে অনেকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এই বইটির প্রচ্ছদ ডাঃ নাথ নিজেই এঁকেছেন। আশা করা যায় তাঁর এই গবেষণা-ধর্মী বইটি আজকের পাঠক-সমাজের কাছে খুবই সমাদৃত হবে এবং রাধানাথ শিকদারের জীবন ও কর্মের বিষয়ে আমরা নতুন করে ভাববার সুযোগ পাবো। দ্বিশতবর্ষে রাধানাথ শিকদারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এই গ্রন্থটি।

- প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক পরিচয়

গ্রন্থ: **আত্ম-জীবন**
লেখক : ভাই গিরিশচন্দ্র সেন
মুদ্রক : গুপ্ত, মুখার্জী এ্যান্ড কোং, কলিকাতা
প্রকাশকাল : ১৩১৩ সাল, ২২শে পৌষ
মূল্য : এক টাকা মাত্র
পৃষ্ঠা : ১৪৬
সূচি : আত্মজীবনী, বাল্যজীবন, ছাত্রীয় জীবন, বৈষয়িক জীবন ও পুনর্ব্বার লেখাপড়ার চর্চ্চা, স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগ, ধর্ম্মজীবন ও নানা পরীক্ষা, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও পরীক্ষা, বৈষয়িক জীবনের চরমাবস্থা, পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ, জীবনের অন্যতর পরীক্ষা ও ময়মনসিংহ ত্যাগ, আমিষভক্ষণ ত্যাগ ও স্বজাতিপ্রিয়তা, বঙ্গবন্ধু পত্রিকা সম্পাদনা, বিষয় সম্পত্তি ও উপজীবিকার ব্যবস্থা, প্রচার, জন্মভূমি পাঁচদোনা, গ্রামে কার্জ, আরব্যভাষার চর্চ্চা ও কোরাণের অনুবাদ, রোগ-শয্যা, ময়মনসিংহে নববিধানের কার্য্য, কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ ও আন্দোলন-বিষয়ে মন্তব্য, বিশেষ অবস্থা, রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে মন্তব্য।

"নিজের জীবনের বৃত্তান্ত প্রত্যেকে নিজে সেরূপ জানেন, এবং যথাযথ বলিতে পারেন, অপর লোকে কখনও সেরূপ জানিতে পারেন না, সুতরাং ঠিক বলিতে ও লিখিতে পারেন না। তাহাতে সত্যের অপলাপ হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা।" – লেখকের এই মন্তব্যের সত্য ও তথ্যের সার্থক, প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটেছে শতাধিক বৎসর প্রাচীন এই গ্রন্থে।

বি. দ্র. বাংলায় প্রথম কোরাণ অনুবাদ করেন এই আত্মজীবনীকার।

গ্রন্থ : **সাধুচরিত** (রামতনু লাহিড়ী-র জীবনী)
লেখক : অতুল চন্দ্র ঘটক বি. এ.
প্রকাশক : এস কে লাহিড়ি এ্যান্ড কোং, কলিকাতা
প্রকাশকাল : ১৯১১
মূল্য : আট আনা
পৃষ্ঠা : ৯০
ভূমিকা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নিবেদন : অতুল চন্দ্র ঘটক উপক্রমণিকা, বাল্যজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থা, মধ্যজীবন-শিক্ষকতা ও সমাজসংস্কার, শেষজীবন – পারিবারিক দুর্ঘটনা ও স্বর্গারোহণ।

ভূমিকায় ত্রিবেদী মশায় বলেছেন – 'সত্যপ্রিয়তা এবং সরলতা তাঁহার ভূষণ ছিল। এই ভূষণে যিনি মন্ডিত, পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কর্দ্দমে তাঁহাকে লিপ্ত করতে পারে না'। - এই মন্তব্যেরই যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে অতুল চন্দ্র ঘটক প্রণীত 'সাধু চরিত' গ্রন্থটিতে – যা রামতনু লাহিড়ীর বিশ্বস্থ জীবনী। 'নিবেদন' অংশে লেখকের স্বীকারোক্তি – 'বলা বাহুল্য এই পুস্তক প্রণয়নে পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে কথকিঞ্চৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।' সত্য ও তথ্যের এরকম আকরগ্রন্থ সত্যিই বিরল।

বি. দ্র. এ বছরেই রামতনু লাহিড়ীর জন্মের দ্বিশতবৎসর ।

আলোচক: তপন ঘোষ ও প্রশান্ত হালদার

গ্রন্থ-বার্তা

বাংলা রচনা - ব্রজেন্দ্রনাথ শীল । সম্পাদনা - তপন ঘোষ , দাম ১৫০ , পত্রলেখা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম প্রাজ্ঞ মানুষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে 'বন্ধু' বলে মেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে বলেছেন 'সোক্রেতেস বংশের শেষ কুলপ্রদীপ'। এ হেন প্রাজ্ঞ মানুষটি তাঁর সৃষ্টিকর্ম বাংলায় তেমন কিছু রেখে যাননি। নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর দুষ্প্রাপ্য লেখাগুলি - সংকলিত করেছেন শ্রী তপন ঘোষ 'বাংলা রচনা - ব্রজেন্দ্রনাথ শীল' শিরোনামে। রবীন্দ্রনাথকে লেখা কয়েকটি চিঠিপত্র ছাড়াও প্রবন্ধ, আলাপচারিতা, অভিবাষণ সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। দীর্ঘ বিস্মৃতির আড়ালে থাকা মানুষটির রচনা সংকলন সম্পাদনা করে শ্রী তপন ঘোষ আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশ আবদ্ধ করলেন।

রাসবিহারী বসুর জীবনকথা ও রচনাসংগ্রহ । রচনা ও ভাষান্তর - অসিতাভ দাশ দাম ২২০ , পত্রলেখা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রাসবিহারী বসু এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে জাপানে। ভারতে তাঁর সংগ্রামী জীবনের কথা নিয়ে দু-একটি গ্রন্থ থাকলেও – জাপানে থাকাকালীন তাঁর রোমাঞ্চকর জীবনের কথা প্রায় অজানা থেকে গেছে। অসিতাভ দাস রাসবিহারীর সমগ্র জীবনের কথা তুলে ধরেছেন 'রাসবিহারী বসুর জীবনকথা ও রচনাসংগ্রহ' গ্রন্থে। দ্বিতীয় পর্বে সংযোজিত হয়েছে রাসবিহারী বসুর আত্মকথা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ভাষণ।

পত্রলেখা, ১০বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯, চলভাষ: ৯৮৩১১১০৯৬৩

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-এর প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি – ১ থেকে ৯		৬৫
কাকলি – ১ থেকে ৬ (অতুলপ্রসাদ সেনের গানের স্বরলিপি)		৪০
আত্মচরিত	শিবনাথ শাস্ত্রী	১৬০
গীতিগুঞ্জ	অতুলপ্রসাদ সেন	১০০
ব্রহ্মসঙ্গীত (ষষ্ঠদশ সংস্করণ)		২০০
ব্রাহ্মধর্ম্মঃ (বাংলা ও ইংরেজি)		১০০
History of The Brahmo Samaj	Sivanath Sastri	২০০
English Works of Rammohun Roy	Raja Rammohun Roy	৩৫০

উক্ত পুস্তকগুলি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রকাশিত আরো অন্যান্য পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিসে (২১১, বিধান সরণী) ক্রয় করতে পারা যাবে।

সম্পাদক: ডঃ অসিতাভ দাশ, সহযোগী সম্পাদক: তপন ঘোষ, অমিত দাস ও রবিরঞ্জন সেন
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরির পক্ষে বিশ্বজিৎ রায় কর্তৃক প্রকাশিত।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি, ২১১/১ বিধান সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৬ ফোন: ৯০০৭৬৮৮৭৬০
ই-মেল: library.sbsamaj@gmail.com ● ওয়েবসাইট:http://library.thesadharanbrahmosamaj.org